CONSTRUCTION SAFETY INSPECTION GUIDELINE

নির্মাণ সেইফটি পরিদর্শন গাইডলাইন

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

সূচীপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	ভূমিকা	২
২.	খনন কাজের পরিদর্শন গাইড লাইন (Inspection Standard on Excavation Work)	০৩-০৫
৩.	বিদ্যুৎ সংক্রান্ত পরিদর্শন গাইড লাইন (Inspection Standard on Electricity Work)	০৬-০৭
৪.	উঁচু স্থান হতে পড়ে যাওয়া সংক্রান্ত পরিদর্শন গাইড লাইন (Inspection Standard on Falling from Heights)	০৮-০৯
৫.	সীমাবদ্ধ স্থানে পরিদর্শন গাইড লাইন (Inspection Standard on Confined Space)	১০-১২
৬.	প্রশিক্ষণ ও নির্দেশনা গাইড লাইন (Inspection Standard onTraining and Instruction)	১৩-১৪
৭.	কল্যাণমূলক ব্যবস্থা সংক্রান্ত পরিদর্শন গাইড লাইন (Inspection Standard on Welfare)	১৫-১৬

ভূমিকা

নির্মাণ কাজ বলতে বিল্ডিং বা অবকাঠামো নির্মাণ প্রক্রিয়াকে বুঝায়। যেমন ভবন, সেতু, রাস্তা ইত্যাদি মেরামত করা অথবা নতুনভাবে তৈরী করা।

বাংলাদেশে নির্মাণশিল্পে প্রচুর শ্রমিক কাজ করে যার অধিকাংশ শ্রমিকই অনভিজ্ঞ। যার ফলে নির্মাণক্ষেত্রে অনেক দুর্ঘটনা ঘটে। এক্ষেত্রে দুর্ঘটনা হতে রক্ষা পাবার জন্য কিছু নির্দেশনা মেনে চললে অনাকাঙ্খিত দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। এসব দুর্ঘটনার সংখ্যা হ্রাস করার জন্য নির্দেশনাসমূহ মেনে চলা আবশ্যক।

খনন কাজের পরিদর্শন গাইড লাইন

<table>
<tr>
<td>খনন কাজের সংজ্ঞা</td>
<td>নির্মাণ ক্ষেত্রে খনন কাজ বলতে যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম, বিস্ফোরক ব্যবহার করে কোন স্থানের মাটি বা শিলা সরানোর মাধ্যমে উন্মুক্ত স্থান, গর্ত বা গহবর তৈরীর প্রক্রিয়াকে বোঝায়। সাধারণত কোন ভবনের ভিত্তি স্থাপন, ড্রেন, রাস্তা, সুড়ঙ্গ ইত্যাদি নির্মাণের জন্য খনন কাজ করা হয়ে থাকে।

খনন কাজ

খনন কাজ</td>
</tr>
<tr>
<td>খনন কাজের ঝুঁকি ও ফলাফল</td>
<td>উন্মুক্ত স্থানে খনন কাজে ভূমিধসের ঝুঁকি সবচাইতে বেশি থাকে। কারণ এক্ষেত্রে নির্মাণ সাইট দীর্ঘ সময় ধরে উন্মুক্ত অবস্থায় থাকে এবং পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া বিশেষত বৃষ্টি খনন কাজকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলতে পারে। ফলে ভূমির ধার অথবা প্রান্তটি ধসে যেতে পারে। অন্যদিকে খনন কাজের তলায় যারা কর্মরত থাকে তাদের উপর নির্মাণ সামগ্রী বা অন্যান্য ভারী উপকরণ পড়তে পারে।
ঝুঁকিপূর্ণ খনন কাজের ফলাফল:
➪ মাটি খননের সময় তা ধসে পড়তে পারে এবং শ্রমিকেরা মাটির নিচে চাপা পড়ে মারা যেতে পারে কর্মরত শ্রমিক পড়ন্ত বস্তু দ্বারা আঘাত পেয়ে মারাত্মকভাবে আহত হতে পারে
➪ কর্মরত শ্রমিক গর্তের নিচে আটকা পড়তে পারে
➪ গর্তের উপরে কর্মরত শ্রমিক উপর হতে নিচে পড়ে মারাত্মকভাবে আহত হতে পারে

ভূমি ধস

মাটি চাপা পড়া

পড়ন্ত বস্তু</td>
</tr>
</table>

তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ	যদি পরিদর্শকের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, খনন কাজের কোন অংশ বিপজ্জনক বা ধসে পড়ার ঝুঁকি আছে তাহলে পরিদর্শক তৎক্ষণাৎ বিষয়টি লিপিবদ্ধ করবেন এবং ঠিকাদার বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে এ সম্পর্কে অবহিত করে কাজ বন্ধের নির্দেশ প্রদান করবেন। কর্মরত শ্রমিকদের এবং ঠিকাদার বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য তাদের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অবহিত করতে হবে। **এক্ষেত্রে পরিদর্শকের করণীয়সমূহ:** ➪ ঝুঁকিপূর্ণ কাজের ছবি সংগ্রহ করা ➪ আসন্ন বিপদ সম্পর্কে শ্রমিকদের অবহিত করা যেন তারা কাজ বন্ধ রাখে ➪ যতদ্রুত সম্ভব ঝুঁকিপূর্ণ কাজ বন্ধ করার জন্য সাইটের ব্যবস্থাপনা বা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা ➪ তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সাইটের ব্যবস্থাপনা বা ঠিকাদার বা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ প্রদান করা
প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রতিবেদন প্রদান পদ্ধতি পদক্ষেপ	**খনন কাজে ঝুঁকি প্রতিরোধে সুপারিশসমূহ:** ➪ উপযুক্ত পার্শ্ব ঢাল রেখে খনন কাজ সম্পন্ন করতে হবে ➪ যেখানে পার্শ্ব ঢাল তৈরী করা সম্ভব না সেখানে সোরিং, ব্রেসিং, সিট পাইলিং বা সিটিং দ্বারা পার্শ্বসমূহ রক্ষা করতে হবে ➪ খননের সাইড/ধার অবশ্যই বড় পাথর, নির্মাণ সামগ্রী এবং যন্ত্রপাতি হতে মুক্ত রাখতে হবে ➪ খননকৃত মাটি সাইড/ধার হতে অবশ্যই নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে ফেলতে হবে ➪ খনন কাজের চারদিকে বেড়া দিতে হবে 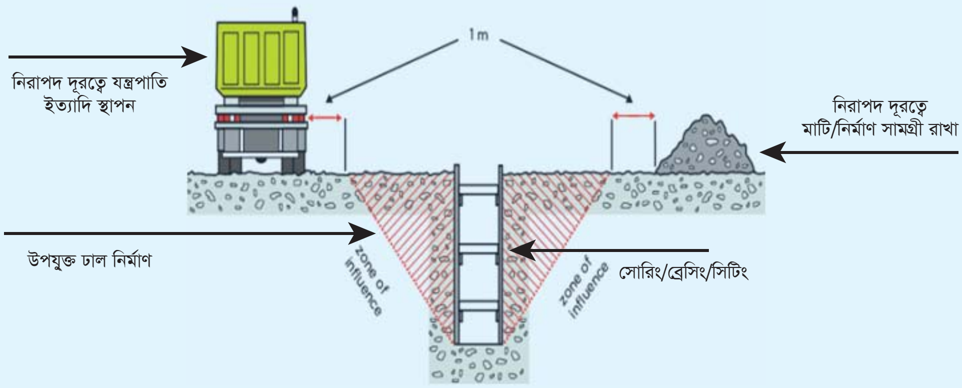 পরিদর্শনকালে পরিদর্শক ঠিকাদার বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, শ্রমিক প্রতিনিধি এবং শ্রমিকদেরকে মৌখিকভাবে সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে অবগত করবেন। পরিদর্শন সম্পন্ন হবার পর পরিদর্শক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে লঙ্ঘিত ধারাসমূহ উল্লেখপূর্বক সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট সময় দিয়ে নোটিশ প্রদান করবেন । সাধারণত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ৩-৭ দিন সময় দেয়া হবে।

বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫	বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ এর তফসিল-৩ (খ) এ ভবন, সেতু এবং অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ বা ভাঙ্গিবার ক্ষেত্রে শ্রমিকগণের সুরক্ষা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ এর তফসিল-৩ (খ) (১) এ বলা হয়েছে, কোন ভবন, সেতু এবং অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ বা ভাঙ্গিবার ক্ষেত্রে উক্ত সাইটের ডেভেলপার বা প্রধান ঠিকাদারকে অবশ্যই বিএনবিসি (Bangladesh National Building Code) এর ৭ম ভাগের ১ম হতে ৪র্থ অধ্যায়ে বিধৃত সুরক্ষা বিষয়ক নির্দেশনা ব্যতীত সার্বিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। (ক) খননকৃত গর্তে পড়ে যাওয়া প্রতিরোধ ➪ খনন ও পাইলিং এলাকার চারিদিকে বেড়া দিয়ে ঘেড়া থাকবে ➪ বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা যাবে না ➪ উক্ত এলাকায় পর্যাপ্ত পরিমাণে বিজ্ঞপ্তি ফলক, বিপদ সংকেত, ফ্লাশিং আলো প্রভৃতি প্রদান করতে হবে (খ) নির্মাণ সামগ্রী পড়া প্রতিরোধ ➪ ভারী যন্ত্রপাতি, যেমন খনন মেশিন, খননকৃত গর্ত থেকে দূরে রাখতে হবে এবং এ দূরত্ব কমপক্ষে গর্তের গভীরতার সমান এবং সর্বোচ্চ ৬ মিটার হতে হবে ➪ খননের ফলে উত্তোলিত পদার্থ এবং চাপানো ভার যেমন সরঞ্জামের ট্রাক ইত্যাদি খনন কাজের ধারের নিকট রাখা যাবে না (গ) তত্ত্বাবধান ➪ সকল পাইলিং এবং গভীরে ভিত্তি স্থাপনের কাজ দক্ষ ফোরম্যান দিয়ে তত্ত্বাবধান করতে হবে
নির্দেশনা	খনন সাইটে যে সকল শ্রমিক কাজ করে তাদেরকে যথাযথ নির্দেশনা ও প্রশিক্ষণ দিতে হবে। পাশাপাশি উপযুক্ত ব্যক্তিগত সুরক্ষা যন্ত্রপাতির (সেফটি সু, হেলমেট ইত্যাদি) ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি কমিটি (যদি থাকে) ও শ্রমিকদের অতিরিক্ত নির্দেশনা দেয়া যেতে পারে।

বিদ্যুৎ সংক্রান্ত পরিদর্শন গাইড লাইন

<table>
<tr>
<td>বিদ্যুৎ কি?</td>
<td>

নির্মাণ কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো বিদ্যুৎ। বিদ্যুৎ চালিত যন্ত্রপাতির ব্যবহার এবং অনিরাপদ বিদ্যুৎ ব্যবস্থা নির্মাণ কাজের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বৈদ্যুতিক শক পাওয়া, অগ্নিদগ্ধ হওয়া এবং মৃত্যু বরণ করা।

বিদ্যুৎ

</td>
</tr>
<tr>
<td>বিদ্যুতের ঝুঁকি ও ফলাফল</td>
<td>

বিদ্যুতের ঝুঁকিসমূহ:

- ➪ অনিরাপদ বৈদ্যুতিক সংযোগ
- ➪ নির্মাণ কাজে ত্রুটিপূর্ণ তার ব্যবহার
- ➪ অসাবধনতাবশত: বৈদ্যুতিক সঞ্চালন লাইনের সাথে আয়রন রডের সংস্পর্শ
- ➪ ভেজা স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশ মারাত্মক বৈদ্যুতিক শকের ঝুঁকি সৃষ্টি করে
- ➪ বিদ্যুৎ চালিত ভারি যন্ত্রপাতিসমূহ আর্থিং না করা
- ➪ ঢাকনাবিহীন অনিরাপদ ওয়েল্ডিং মেশিন

ফলাফলসমূহ:

অধিকাংশ তড়িতাহতের (Electrocution) মধ্যে রয়েছে বৈদ্যুতিক শক পাওয়া, অগ্নিদগ্ধ হওয়া এবং মৃত্যু বরণ করা।

খোলা ওয়েল্ডিং মেশিন

অনিরাপদ বিদ্যুৎ সংযোগ

ত্রুটিপূর্ণ বৈদ্যুতিক তার

</td>
</tr>
</table>

তাৎক্ষণিক করণীয়	যদি পরিদর্শকের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার কোন অংশ কিংবা কোন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির কোন অংশ বিপজ্জনক, তা হলে পরিদর্শক তৎক্ষণাৎ বিষয়টি লিপিবদ্ধ করবেন এবং ঠিকাদার বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে এ সম্পর্কে অবহিত করবেন অথবা প্রয়োজনে কাজ বন্ধের নির্দেশ প্রদান করবেন। এক্ষেত্রে পরিদর্শকের করণীয়সমূহ: ➪ ঝুঁকিপূর্ণ কাজের ছবি সংগ্রহ করা ➪ আসন্ন বিপদ সম্পর্কে শ্রমিকদের অবহিত করা যাতে তারা কাজ বন্ধ রাখে ➪ যতদ্রুত সম্ভব কাজটি বন্ধ করার জন্য সাইটের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা ➪ তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সাইটের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বা ঠিকাদার বা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ প্রদান করা।
প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রতিবেদন প্রদান পদ্ধতি	পরিদর্শনকালে পরিদর্শক ঠিকাদার বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, শ্রমিক প্রতিনিধি এবং শ্রমিকদেরকে মৌখিকভাবে তড়িতাহত বিষয়ে সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে অবগত করবেন। বৈদ্যুতিক ঝুঁকি প্রতিরোধে নির্মাণ সাইটে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করতে হবে: ➪ সঠিক প্লাগ ও ফিউজ স্থাপন করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা ➪ কোন অবস্থাতেই যন্ত্রপাতিতে বা প্লাগে খোলা তার সকেটে ঢুকিয়ে অস্থায়ী কানেকশন না দেওয়া ➪ ইনসুলেসন তার ছেড়া বা ভাঙ্গা আছে কিনা তা পরীক্ষা করা ➪ আর্থিং সিস্টেমের প্রতিটি জয়েন্টে ভালভাবে বৈদ্যুতিক সংযোগ দেওয়া হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা ➪ ওয়েল্ডিং মেশিনে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা পরিদর্শন সম্পন্ন হবার পর পরিদর্শক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবর লঙ্ঘিত ধারাসমূহ উল্লেখপূর্বক তা সংশোধনের জন্য নির্ধারিত সময় উল্লেখ করে লিখিত নোটিশ প্রদান করবেন। সাধারণত, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ০-৩ দিন সময় দেয়া হবে।
বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫	বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর ধারা-৬১ (১) যদি কোন পরিদর্শকের নিকট ইহা প্রতীয়মান হয় যে, ভবনের অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার কোন অংশ এমন অবস্থায় আছে যে, ইহা মানুষের জীবন বা নিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনক, তাহা হইলে তিনি মালিকের নিকট লিখিত আদেশ জারী করিয়া, উহাতে উল্লেখিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, তাহার মতে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন-উহা গ্রহণ করিবার নির্দেশ দিতে পারিবেন। (২) যদি কোন পরিদর্শকের নিকট ইহা প্রতীয়মান হয় যে, ভবনের অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা এর ব্যবহার মানুষের জীবন বা নিরাপত্তার জন্য আশু বিপজ্জনক, তাহা হইলে তিনি মালিকের উপর লিখিত আদেশ জারী করিয়া, উহা যথাযথভাবে মেরামত, বা পরিবর্তন না করা পর্যন্ত উহার ব্যবহার নিষিদ্ধ করিতে পারিবেন।
নির্দেশনা	নির্মাণ সাইটে যেসকল শ্রমিক বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি এবং বৈদ্যুতিক ওয়ারিং সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে কাজ করে তাদেরকে যথাযথ নির্দেশনা ও প্রশিক্ষণ দিতে হবে। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি কমিটি (যদি থাকে) ও শ্রমিকদের এ সংক্রান্ত অতিরিক্ত নির্দেশনা প্রদান করা যেতে পারে।

উঁচু স্থান হতে পড়ে যাওয়া সংক্রান্ত পরিদর্শন গাইড লাইন

<table>
<tr><td>সংজ্ঞা</td><td>নির্মাণ কাজে মারাত্মক জখম এবং মৃত্যুর কারণ হল উঁচু স্থান হতে পরে যাওয়া। মই অথবা ভঙ্গুর মাচা হতে পড়ে যাওয়া এর অন্যতম মূল কারণ।
 </td></tr>
<tr><td>বিপজ্জনক অবস্থানের ঝুঁকি ও ফলাফল</td><td>সাধারণত কিছু স্থান আছে যেগুলো বিপজ্জনক অবস্থান হিসেবে বিবেচিত হয়, উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে ১০ ফুট উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে কাজ করা।

বিপজ্জনক অবস্থানের ঝুঁকিঃ
বিপজ্জনক অবস্থানের ঝুঁকিসমূহ হল-
➪ একটি ছাদ অথবা flat ছাদ (নির্মাণাধীন সময়ে, খোলা জায়গা, ভঙ্গুর নির্মাণ সামগ্রী অথবা উঁচু স্থান)
➪ একটি মাচা অথবা scaffolding-এর নিজ অবস্থান হতে বিচ্যুত হওয়া অথবা ভেঙে পড়া
➪ মই অথবা সিঁড়ি
➪ পরিদর্শন, রক্ষণাবেক্ষণ অথবা অপসারণ কাজ
➪ খনন কাজে অরক্ষিত পার্শ্ব অথবা কিনারা
ফলাফলঃ
মূলত কাজ করার সময় মানুষ অথবা নির্মাণ সামগ্রীর পড়ে যাওয়া থেকেই বিপত্তির (hazard) উদ্ভব হয় যা কিনা পরবর্তীকালে মারাত্মক জখমের/ মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।</td></tr>
</table>

তাৎক্ষণিক করণীয়	যদি অধিক উচ্চতায় অথবা বিপজ্জনক অবস্থায় অথবা উপযুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছাড়া কাজ করতে পাওয়া যায় তবে - ➪ তাৎক্ষণিকভাবে সাইট অথবা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে কাজ বন্ধ করে দেয়া। ➪ শ্রমিকদের বিপদ সম্বন্ধে সচেতন করা। ➪ ঠিকাদার/নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহ করার পরামর্শ প্রদান করা। ➪ বিপদজ্জনক (Hazardous) কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিধি ভঙ্গকারী ছবিসমূহ সংগ্রহ করা।
প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রতিবেদন প্রদান পদ্ধতি	**প্রতিরোধ ব্যবস্থাঃ** উঁচু জায়গা হতে পড়ে যাবার ঝুঁকি রোধকল্পে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমনঃ ➪ প্রতি তালায়, ছাদে এবং প্রতি তালার খোলা জায়গায় ৯০০মিমি/ ৩ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট নিরাপত্তা বেষ্টনী প্রদান করা। ➪ নিরাপত্তা জাল (fall arrest) ব্যবস্থা যথোপযুক্ত মজবুত উপাদান দিয়ে তৈরি করতে হবে যা কিনা কোন ভবনের কোন অংশে তিন (০৩) মিটারের বেশি অতিক্রম করবেনা। ➪ যেখানে নির্মাণ শ্রমিকরা কাজ করে এবং উঁচু জায়গা হতে পড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে সেখানে সেইফটি বেল্ট অথবা হারনেস কে বহনকারী ব্যক্তি হতে ১.৫ গুণ ভার বহনের ক্ষমতা থাকতে হবে। **প্রতিবেদন প্রদান পদ্ধতিঃ** ➪ পরিদর্শনকালে পরিদর্শকগণ মৌখিকভাবে ঠিকাদার, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, শ্রমিক প্রতিনিধিগণকে উঁচু স্থান হতে পরে যাবার ঝুঁকি সম্বন্ধে অবহিত করতে হবে । ➪ পরিদর্শন শেষে সমস্যা সমাধানকল্পে ১ হতে ১০ দিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়ে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে লিখিত নোটিস প্রদান করবে ।
বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫	**বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬** ধারা-৬১(১) ও ৬১(২). ভবন ও যন্ত্রপাতির সুরক্ষা **বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫** ধারা-৮৮ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পেঃ তফসিল -৩ এর (খ) ভবন, সেতু এবং অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ ও ভাঙ্গিবার ক্ষেত্রে শ্রমিকদের সুরক্ষা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ বর্ণনা করা হয়েছে।
নির্দেশনা	অতিরিক্ত তথ্যসমুহ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, সেইফটি কমিটি এবং শ্রমিকগণকে অবহিত করতে হবে। যেমনঃ ➪ উঁচু স্থানে কাজ করা যতদুর সম্ভব পরিহার করতে হবে সুতরাং বেশিরভাগ কাজ সমতল জায়গাতেই করতে হবে। ➪ scaffolds, platforms, ladders or stairways ইত্যাদি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার সর্বোত্তম ব্যবহার করতে হবে। ➪ সর্বদা ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামাদি ব্যবহার করতে হবে, উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে গার্ড রেল স্থায়ী অথবা সাময়িক হিসেবে কিনারায় সুরক্ষা হিসেবে ব্যবহার করা। যেখানে উঁচু স্থানে কাজ করতেই হয় সেখানে fall arrest পদ্ধতি হিসেবে অবশ্যই সেফটি নেট বা সেফটি বেল্ট ব্যবহার করতে হবে। ➪ সতর্কতামূলক প্রতীক, ঐ জায়গায় গমন হতে বিরত থাকা উঁচু স্থান হতে পড়া রোধে কাজ করে। নির্মাণ সামগ্রী পড়ে যাওয়া কল্পে উপযুক্ত পরিষ্কার পরিছন্ন রাখার ব্যবস্থা মানতে হবে। ➪ ঠিকাদার/নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে এ ব্যপারে সচেতন করতে হবে । ➪ উঁচু স্থানে কাজ করার জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে । ➪ উঁচু স্থানে কাজ করার সময় ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামাদি সরবরাহ করতে হবে । ➪ উঁচু স্থানে নিয়মিত কাজ করা ব্যক্তিদের মাঝে সনদ, প্রশিক্ষণ, তথ্য ও নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

সীমাবদ্ধ স্থানে পরিদর্শন গাইড লাইন

<table>
<tr><td>সংজ্ঞা</td><td>সীমাবদ্ধ স্থান হল সেই সকল স্থান-
- যা যথেষ্ট বড় ও এমন ভাবে বিন্যস্ত থাকে যেন একজন ব্যক্তি সশরীরে প্রবেশ করে কাজ করতে পারে।
- প্রবেশ এবং বাহিরের পথ সীমিত এবং সুবিধাজনকভাবে চলাচলের পথ থাকেনা।
- মানুষের ক্ষণিক বসবাসের যোগ্য নয়।
সীমাবদ্ধ স্থানের অন্তর্গত হল জলাধার (Water Tank), ভেসেল, গোলা বা গুদাম, খনি, ম্যানহোল, সুড়ঙ্গ, পাইপ লাইন প্রভৃতি।</td></tr>
<tr><td>সীমাবদ্ধ স্থানে কাজের ঝুঁকি ও ফলাফল</td><td>
সীমাবদ্ধ স্থানের বিপদগুলো হল-
➪ বিপদজ্জনক পরিবেশের সম্ভাবনা যেমন অক্সিজেনের অভাব বা মাত্রাতিরিক্ত অক্সিজেনের উপস্থিতি, বিষাক্ত বা বিস্ফোরক বাষ্প বা গ্যাস যেমন হাইড্রোজেন সালফাইড বা মিথেনের উপস্থিতি।
➪ শারীরিক নিরাপত্তাজনিত বিপদ যেমন: যন্ত্রপাতি হতে বৈদ্যুতিক শক, তরল (ডুবে যাওয়া বা অগ্নিকান্ডের সম্ভাবনা), বাষ্প (পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা), আলগা বা নড়বড়ে বস্তু যাতে যে কোন শ্রমিকের আটকা পড়া, পিষ্ট হওয়া বা চাপা পড়ার সম্ভাবনা থাকে, শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের জন্য অপর্যাপ্ত অক্সিজেন।
➪ পরিবেশে বিষাক্ত পদার্থের উপস্থিতি যাতে শ্রমিকদের অসুস্থ এমনকি অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অনেক সময় প্রাকৃতিক বাতাস চলাচলের ব্যবস্থাতেও স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণের জন্য যথেষ্ট না।
➪ ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থের ত্বকের সংস্পর্শে আসা এবং অস্বাস্থ্যকর বাতাস গ্রহণ করা।
➪ দাহ্য বা বিস্ফোরক পরিবেশের কারণে দাহ্য তরল বা গ্যাস বা ধূলিকণা যদি কোন কারণে উত্তপ্ত হয় তবে তা অগ্নিকাণ্ড বা বিস্ফোরণ ঘটায়।
➪ অবশিষ্ট রাসায়নিক দ্রব্য এবং পাইপ লাইন লিকেজের কারণে প্রক্রিয়াগত বিপজ্জনক ঘটনা।
➪ শব্দ
➪ যন্ত্রপাতির চলমান অংশে দুর্ঘটনা, কাঠামোগত বিপদ, আটকে পড়া, পিছলে পড়া, পতন ইত্যাদি।
➪ বিকিরণ
➪ পরিবেশ ও ভূপৃষ্ঠের অধিক তাপমাত্রা।
➪ ভারী বস্তুর পতন বা স্থানচ্যুতি।
সীমাবদ্ধ স্থানে কাজের ফলাফল/পরিণাম:
➪ অক্সিজেনের অভাবের কারণে তৎক্ষণাৎ শ্রমিকের মৃত্যু ঘটতে পারে।
➪ বিষাক্ত গ্যাস বা বাষ্প বিষক্রিয়া বা শ্রমিকের শ্বাসরোধ করতে পারে।
➪ দাহ্য গ্যাস বা বাস্পের বিস্ফোরণে শ্রমিক পুড়ে যেতে বা মৃত্যুবরণ করতে পারে।
➪ অত্যধিক তাপের কারণে অবসন্নতা বা খিচুঁনী হতে পারে।
➪ যন্ত্রপাতির স্পার্কের কারণে দাহ্য বা বিস্ফোরক গ্যাস উত্তপ্ত হতে পারে যাতে আহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
➪ উচ্চতা থেকে পিছলে বা হোচটের কারণে নিচে পড়ে আহত হতে পারে।</td></tr>
</table>

তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ	সীমাবদ্ধ স্থানের বিপদ চিহ্নিতকরণ হল মৃত্যুহার প্রতিরোধের প্রথম পদক্ষেপ। যেহেতু সীমাবদ্ধ স্থানে মৃত্যুর কারণ হলো অক্সিজেনের অভাব, বিষাক্ত/বিস্ফোরক পরিবেশ। সেক্ষেত্রে যেসমস্ত সীমাবদ্ধ স্থানে তীব্র ক্ষতিকারক বিপজ্জনক পরিবেশ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলো প্রবেশানুমতি সাপেক্ষ সীমাবদ্ধ স্থান হিসেবে শ্রেণীবিভাগ করতে হবে। এছাড়া প্রবেশের পূর্বে পরিবেশ পরীক্ষা এবং সাবর্ক্ষণিক পর্যবেক্ষণের আওতায় রাখতে হবে। যদি কোন প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা ছাড়া সীমাবদ্ধ স্থানে কাজ পরিলক্ষিত হয় তবে- ➪ আইন ভঙ্গকারী বিপজ্জনক কাজের ছবি সংগ্রহ করতে হবে। ➪ কাজ বন্ধ করার জন্য শ্রমিকদের আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সাবধান করতে হবে। ➪ সংশ্লিষ্ট কর্মক্ষেত্রের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ/মালিকপক্ষের সাথে দ্রুত যোগাযোগ করতে হবে। ➪ সংশ্লিষ্ট কর্মক্ষেত্রের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ/ঠিকাদার/মালিকপক্ষকে দ্রুত প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা করতে পরামর্শ প্রদান করতে হবে।
প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রতিবেদন প্রদান পদ্ধতি	 প্রতিরোধ ব্যবস্থাঃ ➪ সীমাবদ্ধ স্থানের পরিকল্পনা, কর্মক্ষেত্রের সমস্ত সীমাবদ্ধ স্থান চিহ্নিতকরণ। ➪ সীমাবদ্ধ স্থানে সকল শ্রমিকের প্রবেশের পূর্বে এবং প্রবেশের সময় ভেতরের বাতাস পরীক্ষা এবং পর্যবেক্ষণ করার ব্যবস্থা। ➪ সার্বক্ষণিক অবৈধ প্রবেশ প্রতিরোধ এবং সীমাবদ্ধ স্থানের বাইরে একজন তত্ত্বাবধায়ক রাখার ব্যবস্থা। ➪ সীমাবদ্ধ স্থানের অভ্যন্তরে বিরাজমান পরিবেশগত বা নিরাপত্তাজনিত বিপদসমূহের কার্যকরী প্রতিরোধ ব্যবস্থা ➪ শ্রমিক ও তত্ত্বাবধায়কদের নিরাপদ কর্মপদ্ধতি, বিপদ নিয়ন্ত্রণ, উদ্ধারপ্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান। ➪ কর্মক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে উদ্ধার প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা। সীমাবদ্ধ স্থানে প্রবেশানুমতি, সর্তকতামূলক চিহ্ন, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, সম্ভাব্য নির্গমন পথ স্পষ্টভাবে চিহ্নিতকরণ, নিরাপত্তা সহযোগী, বায়ু সরবরাহ, আলোর উৎস, ব্যক্তিগত সুরক্ষা প্রদানকারী সরঞ্জাম হলো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা। সীমাবদ্ধস্থান বিপজ্জনক স্থান হওয়ায় সীমাবদ্ধ স্থানে কাজের সময় ব্যক্তিগত সুরক্ষা প্রদানকারী সরঞ্জাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উপযুক্ত শ্বসনযন্ত্র, দড়ি, মজবুত টুপি, দস্তানা, শক প্রতিরোধক পোশাক, গগলস, শ্রবণ প্রতিরক্ষা প্রভৃতি সরঞ্জাম যা শ্রমিকদের নিরাপদ রাখবে।

	প্রতিবেদন পদ্ধতিঃ পরিদর্শনকালীন সময়ে পরিদর্শকগণ মৌখিকভাবে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, শ্রমিক প্রতিনিধি ও শ্রমিকদের সীমাবদ্ধ স্থানের বিপদ সম্পর্কে অবহিত করবেন। পরিদর্শন শেষে আইনের কোন ধারা লঙ্ঘন পরিলক্ষিত হলে উক্ত সীমাবদ্ধ স্থানের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বরাবর বাংলাদেশ শ্রম আইনের ধারা লঙ্ঘন উল্লেখ করে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সংশোধনের জন্য দলিলপত্রাদিসহ নোটিশ প্রেরণ করতে হবে। সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় সময়সীমা ১-৭ দিন।
বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫	বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ ধারা-৭২ মেঝে, সিঁড়ি এবং যাতায়াত পথ ধারা-৭৭(১-৫). বিপদজ্জনক ধোঁয়ার বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা ধারা-৭৮(৪). বিস্ফোরক বা দাহ্য গ্যাস, ধূলা ইত্যাদি
নির্দেশনা	ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, সেইফটি কমিটি ও শ্রমিকদের অতিরিক্ত তথ্য ও পরামর্শ দেওয়া যায়। যেমনঃ ➩ সীমাবদ্ধ স্থানে প্রবেশ পরিহার করে বাইরে থেকে কাজ সম্পাদন। ➩ যদি প্রবেশ পরিহার করা না যায় তবে নিরাপদ কর্মপদ্ধতি তৈরী ও সম্পাদন। ➩ কাজ শুরুর পূর্বে উপযুক্ত জরুরী পরিকল্পনা তৈরী।

প্রশিক্ষণ ও নির্দেশনা গাইড লাইন

সংজ্ঞা	কর্মক্ষেত্রে সুস্থ ও সুরক্ষিত থাকার জন্য শ্রমিক ও অন্যান্যদের তথ্য, প্রশিক্ষণ ও নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। কাজ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য, প্রশিক্ষণ ও নির্দশনা, ঝুঁকি ও ঝুঁকিসমূহ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা যা সহজে বোধগম্য সেভাবে সরবরাহ করতে হবে। শ্রমিকদের পেশাদার নির্দেশনা ও প্রশিক্ষণ মনোভাব গড়ে তুলতে কেন্দ্রীয়ভাবে ভূমিকা রাখতে হবে। সঠিক নির্দেশনা ও প্রশিক্ষণ দুর্ঘটনা ও হতাহতের সম্ভাবনা কমাতে সাহায্য করে।
ঝুঁকি ও ফলাফল	নির্মাণ কাজ বিপদজ্জনক কাজসমূহের একটি। এসবের মধ্যে অনেক ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থাকে। যেমন উচুঁ স্থানে কাজ করা, খনন কাজ, ধূলাবালি, পাওয়ার টুল, বৈদ্যুতিক কাজ, সীমাবদ্ধ স্থানে কাজ এবং যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ ইত্যাদি। নির্মাণ ক্ষেত্রে যেসমস্ত কাজে সবচেয়ে বেশি মৃত্যুর ঘটনা ঘটে সেগুলো হল-পতন/উপড় হতে নিচে পড়ে যাওয়া, বস্তু দ্বারা আঘাত, তড়িতাহত (Electrocution), আটকে পড়া, ক্রেন দুর্ঘটনা, উত্তোলক যন্ত্রপাতির ব্যর্থতা প্রভৃতি। শ্রমিকদের বিভিন্ন বিপজ্জনক কাজ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া এবং এড়িয়ে চলার জন্য প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এছাড়াও বিভিন্ন প্রকার কাজ থাকে যাতে ক্ষণিকের অসর্তকতায় বিপদ ঘটতে পারে। ➪ নির্মাণ কাজের সাইটে বিভিন্ন প্রকার সম্ভাব্য বিপদের জন্য মালিকপক্ষকে ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে। শ্রমিকদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তারা নির্মাণ কাজের সাইটের নিরাপত্তা সম্পর্কে হালনাগাদ, অবগত এবং নির্দেশপ্রাপ্ত থাকে। ➪ যদি শ্রমিকেরা সঠিকভাবে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার প্রশিক্ষণ পায় তবে অধিকাংশ দুর্ঘটনা, মারাত্মক হতাহতের ঘটনা এড়ানো যায়। ➪ নির্মাণ কাজের সাইটের সঠিক সর্তকতামূলক চিহ্নের অভাবে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। উপর হতে বস্তুর পতন, ক্রেন দ্বারা বস্তু উত্তোলন এবং বৈদ্যুতিক বিপদের জন্য সর্তকতামূলক চিহ্নের ব্যবহারের ফলে বিপজ্জনক পরিস্থিতি হতে রক্ষা পেতে পারে। ➪ যে সকল শ্রমিক ব্যক্তিগত সুরক্ষা প্রদানকারী সরঞ্জাম ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন নয় সে সকল শ্রমিক কাজের সময় আহত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে।
তাৎক্ষণিক করণীয়	তাৎক্ষণিক করণীয়সমূহ- ➪ সংশ্লিষ্ট সাইটের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ/মালিকপক্ষকে শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ ও নির্দেশনা প্রদানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করার জন্য যোগাযোগ করতে হবে। ➪ মালিক বা ঠিকাদারের পক্ষ হতে আয়োজিত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য এবং সাইটে প্রদানকৃত নির্দেশনা মেনে চলার জন্য শ্রমিকদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। ➪ সংশ্লিষ্ট কর্মক্ষেত্রের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ/ঠিকাদার/মালিকপক্ষকে বিভিন্ন প্রকার কাজের জন্য বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করতে পরামর্শ প্রদান করতে হবে।

প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রতিবেদন প্রদান পদ্ধতিদ	দুর্ঘটনা এবং মৃত্যু রোধে কাজের পূর্বে নির্মাণ শ্রমিকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা দিতে হবে। উঁচু থেকে পড়ে যাওয়া, দুর্বল Surface, পতন প্রতিরোধ সরঞ্জমাদির অপব্যবহার এবং মানুষের ভুল এসবের নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। ➩ নির্মাণ সাইটে একজন শ্রমিকের মৌখিক আলোচনায় সেফটি বিষয়টি আলোকপাত করতে হবে এবং এই বিষয়ে তাদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। ➩ ট্রাক, এয়ার লিফট, ক্রেন, কনভেয়ার, বিদ্যুত ইত্যাদি প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার সম্বন্ধে সবাইকে জানতে হবে। ➩ গার্ড রেইল, Fall Arrest Systems যা কিনা অনেক ক্ষতি এবং মৃত্যু রোধে কাজ করে সেগুলোর যথাযথ ব্যবহারের নির্দেশনা এবং প্রশিক্ষণ দিতে হবে। ➩ যেখানে উঁচু স্থান হতে পড়ে যাওয়া, মাথা আঘাত প্রাপ্ত হতে পারে অথবা বৈদ্যুতিক ভাবে মাথা দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে পারে সেখানে সেফটি হেলমেট ব্যবহার করতে হবে। ➩ নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের কর্মীদের জন্য ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহারের প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে। ➩ উঁচু স্থানে, খনন কাজে, সীমাবদ্ধ স্থানে, বৈদ্যুতিক কাজে কর্মসম্পাদনের জন্য প্রশিক্ষণ এবং নির্দেশনার আয়োজন করতে হবে। পরিদর্শনকালে পরিদর্শক ঠিকাদার বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, শ্রমিক প্রতিনিধি এবং শ্রমিকদেরকে মৌখিকভাবে প্রশিক্ষণ ও নির্দেশনা সম্পর্কে অবগত করবেন। পরিদর্শন সম্পন্ন হবার পর পরিদর্শক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে লঙ্ঘিত ধারাসমূহ উলেখপূর্বক সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট সময় দিয়ে নোটিশ প্রদান করবেন । সাধারণত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ৩-১০ দিন সময় দেয়া হবে।
বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫	বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ ধারা-৯০ সেইফটি রেকর্ড বুক সংরক্ষণ ধারা-৯০(ক) সেইফটি কমিটি গঠন বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ বিধি-৮৫ সেইফটি কমিটির কার্যপরিধি, দায়-দায়িত্ব ও এখতিয়ার- সেইফটি কমিটি তফসিল-৪ এ বর্ণিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিবে।
নির্দেশনা	➩ সেফটি নিশ্চিত করতে কার্যকরী গঠনমূলক পদক্ষেপ নিতে হবে। ➩ প্রশিক্ষণসমূহ শ্রমিকদের জন্য সহজ বোধগম্য, স্বচ্ছ এবং তাদের কাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

কল্যাণমূলক ব্যবস্থা সংক্রান্ত পরিদর্শন গাইড লাইন

কল্যাণমূলক ব্যবস্থা	কল্যাণমূলক ব্যবস্থা বলতে নির্মাণ সাইটে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও তাদের কল্যাণের বিষয়সমূহকে বোঝায়। কল্যাণমূলক ব্যবস্থায় নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত: ➪ বিশুদ্ধ খাবার পানি ➪ স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার ও ধৌতকরণসুবিধা ➪ ক্যান্টিন সুবিধা/খাবার স্থান ➪ প্রাথমিক চিকিৎসা সুবিধা
কল্যাণমূলক ব্যবস্থা সর্ম্পকিত বিপদসমূহ ও তার প্রভাব/ ফলাফল	বিপজ্জনক বিষয়সমূহ: ➪ দূষিত পানি পানের ফলে পেটের সমস্যা হতে পারে ➪ অস্বাস্থ্যকর শৌচাগার ব্যবহারের ফলে বিভিন্ন প্রকার রোগ হতে পারে ➪ প্রাথমিক চিকিৎসার অভাবে আহত শ্রমিকগণ আরো খারাপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারে ফলাফল: ➪ শারীরিক অসুস্থতা কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের মনোনিবেশকে ব্যাহত করে ফলে নানা প্রকার দুর্ঘটনা ঘটতে পারে ➪ কর্মক্ষেত্রে কল্যাণমূলক ব্যবস্থার অভাবে শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা হ্রাস পেতে পারে ➪ কর্মক্ষেত্রে কল্যাণমূলক ব্যবস্থার অনুপস্থিতি সামগ্রিক উৎপাদন হ্রাস করে এবং অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলে
তাৎক্ষণিক করণীয়	যদি পরিদর্শকের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, নির্মাণ সাইটের কল্যাণমূলক ব্যবস্থা কর্মরত শ্রমিকদের জন্য যথেষ্ট নয় তাহলে পরিদর্শক তৎক্ষণাৎ বিষয়টি লিপিবদ্ধ করবেন এবং ঠিকাদার/সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ক ঝুঁকি সম্পর্কে অবহিত করবেন। সেই সাথে লঙ্ঘিত বিষয়সমূহ সংশোধনের জন্য নির্দেশ প্রদান করবেন। ঠিকাদার/সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে তাৎক্ষণিকভাবে নির্মাণ সাইটে শ্রমিকদের জন্য কল্যাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে পরিদর্শকের করণীয়সমূহ: ➪ ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়সমূহের ছবি সংগ্রহ করা ➪ আসন্ন বিপদ সম্পর্কে শ্রমিকদের অবহিত করা ➪ তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সাইটের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বা ঠিকাদার বা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ প্রদান করা
প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রতিবেদন প্রদান পদ্ধতি	পরিদর্শনকালে এবং পরিদর্শন সম্পন্ন হবার পর পরিদর্শক ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, কল্যাণ কর্মকর্তা (যদি থাকে) এবং শ্রমিক প্রতিনিধিকে মৌখিকভাবে স্বাস্থ্য ও কল্যাণমূলক ব্যবস্থা বিষয়ক সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে অবগত করবেন এবং নিম্নলিখিত কল্যাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করবেন: ➪ পান করার পানি ➪ শৌচাগার ও প্রক্ষালন কক্ষ ➪ ধৌতকরণ সুবিধা ➪ প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা ➪ ক্যান্টিন ব্যবস্থা ➪ বিশ্রাম কক্ষ পরিদর্শন সম্পন্ন হবার পর পরিদর্শক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবর লঙ্ঘিত ধারাসমূহ উল্লেখপূর্বক তা সংশোধনের জন্য নির্ধারিত সময় উল্লেখ করে লিখিত নোটিশ প্রদান করবেন। এক্ষেত্রে সাধারণত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ০-৭ দিন সময় দেয়া যেতে পারে।

বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫	বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর নিম্নে উল্লিখিত ধারাসমূহে কল্যাণমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ ধারা- ৫৮ : পান করার পানি ধারা- ৫৯ : শৌচাগার ও প্রক্ষালন কক্ষ ধারা- ৮৯ : প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা ধারা- ৯১ : ধৌতকরণ সুবিধা ধারা- ৯২ : ১০০ জনের অধিক সংখ্যক শ্রমিকের জন্য ক্যান্টিন ব্যবস্থা ধারা- ৯৩ : ৫০ জনের অধিক সংখ্যক শ্রমিকের জন্য বিশ্রাম কক্ষ
নির্দেশনা	নির্মাণ শ্রমিকগণকে তাদের কল্যাণমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে এবং তাদের এ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। এছাড়াও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, কল্যাণ কর্মকর্তা (যদি থাকে) ও শ্রমিকদের কল্যাণমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে অতিরিক্ত নির্দেশনা দেয়া যেতে পারে।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
বিএফডিসি কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, ২৩-২৪ কাওরান বাজার (২য় ও ৩য় তলা), ঢাকা ১২১৫
ফোন: +৮৮ ০২ ৫৫০ ১৩৬২৭
E-mail: chiefdife@gmail.com, Web: www.dife.govt.bd